দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে চাই সামাজিক শক্তির সহযোগিতা এবং নতুন কর্মসূচী

প্রসঙ্গ সবার জন্য শিক্ষা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সামাজিক শক্তির সহযোগিতা এবং এর সাথে সরকারী উদ্যোগের সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নতুবা আগামী দশ বছরে "সবার জন্য শিক্ষা" সরকারের এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারে যুক্ত, এমন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এই মন্তব্য করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা ছাড়া যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব নয়— এ ব্যাপারে সব মহলই একমত। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে শিক্ষানীতি তৈরি হয়নি। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো যেমন সুনির্দিষ্ট নয়, তেমনি সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব প্রকট। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রেও নিয়ম-নীতি নেই। যার দরুন অনেকেই সাধ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে আসছেন না। অবশ্য বর্তমান সরকার একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কাজ করছে, যা ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম হবে বলে অনেকের প্রত্যাশা। এ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়, যা আংশিক বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু প্রতি গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে গেছে। বাংলাদেশে প্রায় ৬০ হাজার মৌজা এবং ৮৬ হাজার গ্রামের হিসাব ধরলে দেখা যায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা এখনও দুঃসাধ্য ব্যাপার। দেশে বর্তমানে ৫০ হাজারের মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যার এক-চতুর্থাংশ আবার নগর, শহর, পৌর ও থানা শহর এলাকায়।

গ্রাম এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তে জনকণ্ঠের এই প্রতিনিধি সম্প্রতি যশোর জেলার শারশা থানার ডিহি ইউনিয়নে যান। এই ইউনিয়নটি তুলনামূলকভাবে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ইউনিয়নের চেয়ে শিক্ষায় এগিয়ে। ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের মধ্যে ত্রিশের দশকে শালকোনা, ডিহি, গোকর্ণ, কাশীপুর ও টেংরাকী— এই ৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিগত ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছরে ইউনিয়নে আর মাত্র ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে শাড়াতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সত্তর দশকে আর সম্প্রতি "আনস্কুলড এলাকায় স্কুল" কার্যক্রমে কৃষ্ণপুর স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র তিনটি, যার ভিতর নারিকেলবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়স প্রায় ২৫ বছর। পাকশিয়া কলকাকলী বিদ্যালয়টির বয়সও ১৫ বছর হতে চলল। শিবরাম শিশু কাননের বয়স ৬ বছর। শিক্ষায় অগ্রসর একটি ইউনিয়নের চিত্র এ ধরনের হলে অনগ্রসর ইউনিয়নের অবস্থা কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই হতাশচিত্র সত্ত্বেও গ্রামের মানুষ এটা অনুধাবন করেন যে, প্রতিটি গ্রামেই একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় দরকার। কিন্তু উদ্যোগ ও নেতৃত্বের যথেষ্ট অভাব আছে। যেমন সরকার "আনস্কুলড এলাকায় স্কুল" স্থাপন এবং তা সরকারীকরণ করছে। নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগ প্রশংসার। কিন্তু যেসব বেসরকারী স্কুল যুগের পর যুগ চলছে, রেজিস্ট্রেশন পাচ্ছে না, সরকারীকরণও হচ্ছে না, তাদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দিচ্ছে। তাঁরা বলছেন, বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা না করাই ভাল বরং সরকারই

(১১-এর পৃঃ দেখুন)

প্রাথমিক শিক্ষা

(৬-এর পাতার পর)

'আনস্কুলড এলাকায় স্কুল" কর্মসূচীতে একদিন না একদিন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে দেবে। তা সরকারীকরণও হবে। শিক্ষানুরাগীরা বলছেন— "আনস্কুলড এলাকায় স্কুল" কর্মসূচীতে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও চালু প্রাথমিক স্কুলগুলোকে (বেসরকারী) পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ একেবারেই থেমে যাবে।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের অঙ্গীকার সরকারের রয়েছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায় হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। শিক্ষাবিদরা মনে করেন, তাই এখন গ্রাম পর্যায়ে যাঁরা জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, তাঁদের পরামর্শ দেয়া উচিত, তাঁরা যেন এমন স্থানে তা প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে ভবিষ্যতে বিবেচিত হতে পারে।

বর্তমান যুগে বিশ্বের উন্নত দেশে রাষ্ট্র আর শিক্ষার পুরো ব্যয় বহন করে না। এখন গ্রাম পর্যায়েও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং অভিভাবকরা অর্থকড়ি বেতন দিয়ে তাদের সন্তানদের সেখানে পড়াচ্ছেন। আগে তাঁরা সবাই নির্ভরশীল ছিলেন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর। অর্থাৎ গ্রামের একজন চাষী, যাঁর সঙ্গতি আছে, তিনিও সন্তানদের পিছনে লেখাপড়ার জন্য অর্থ ব্যয়ে উৎসাহী এবং একে বিনিয়োগ বলে মনে করছেন। সামাজিক শক্তিগুলোকে সংহত করে বাণিজ্যিক স্বার্থ বাদ দিয়েও যদি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলবিহীন গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে তা পরিচালনা এখনকার দিনে অসম্ভব নয়। শিক্ষাবিদদের অভিমতঃ পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামে সামাজিক শক্তি, শিক্ষানুরাগী, জনপ্রতিনিধি ও সরকারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ ধরনের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা যায়। আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে অভিভাবকরা মাসিক বেতন দেবেন। স্কুল পরিচালনা কমিটিই নির্ধারণ করবে কোন শ্রেণীর জন্য কি পরিমাণ বেতন হবে এবং কোন অভিভাবক কত টাকা বেতন দেবেন। সরকারও আংশিক আর্থিক সাহায্য দেবে। এ ধরনের উদ্যোগ নিলে কয়েক বছরের মধ্যেই অধিকাংশ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। গ্রামে এনজিওগুলো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যেসব স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতে জবাবদিহিতার সুযোগ কম থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বাঞ্ছিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকেও তাদের পরীক্ষার ফলাফল, ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা এবং প্রতিষ্ঠার সময়কাল বিবেচনায় এনে সরকারীকরণ করা দরকার। শিক্ষাবিদরা বলছেন— এসব প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার গ্রাম পর্যায়ে জরিপ এবং সমস্ত পর্যায়ের মানুষের সাথে কথা বলে একটি কর্মসূচী নিতে পারে। তাহলে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন সহজতর হবে।